①

PHI-A-CC-6.

SOCIAL & POLITICAL PHILOSOPHY

SEM-3 HONS.

'সমাজ হচ্ছে সামাজিক সম্পর্ক-সমূহের বুনট' (ম্যাকাইভার ও পেজ) → এই উক্তির আলোকে সমাজের স্বরূপ ব্যাখ্যা কর।

উত্তর:- মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। সমাজ বলতে কি বোঝায়? সমাজের সংজ্ঞা দিতে ম্যাকাইভার ও পেজ সমাজের সংজ্ঞা দিয়েছেন - , সমাজ হল সামাজিক সম্পর্কের বুনোজাল যা নিয়ত পরিবর্তনশীল। 'সমাজ হল সাধারণভাবে [illegible] মতে, সামাজিক সম্বন্ধের এক জটিল বুনট বা জাল। যে সম্পর্কের দ্বারা প্রত্যেক তার সঙ্গীদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ সম্পর্কে যুক্ত থাকে।' মানুষ তার আত্মপ্রকাশের জন্য সমাজরূপ সংগঠনকে নানাভাবে গড়েছে ও ভেঙেছে এবং এই সংগঠনই বহু ও বিচিত্রভাবে মানুষের আচরণকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করেছে। সমাজরূপ এই সম্বন্ধের বুনোজাল কতকগুলি কর্মের ক্ষেত্রে মানুষকে যেমন স্বাধীনতা দিয়েছে তেমনি আবার কতকগুলি কর্মের ক্ষেত্রে তাকে নিয়ন্ত্রিত করেছে, আবার সুপালন করে মানুষকে কতকগুলি আদর্শ করতে বলেছে। সেসব অনুসরণ করতে বলেছে।

ম্যাকাইভার ও পেজ আরও বলেছেন যে, সমাজ হল কতকগুলি রীতিনীতি, প্রথা, আচরণ ও বিধির এক সুসংহত তন্ত্র বা ব্যবস্থা। যেখানে কর্তৃত্ব আছে, গোষ্ঠী আছে, আবার সহযোগিতা আছে, আবার গোষ্ঠীগত ব্যবধান আছে, বাধ্যতা আছে, আচরণের সীমাবদ্ধতা আছে, মানুষের আবার স্বাধীনতা আছে। সমাজরূপ এই জটিল সংগঠন নিত্য পরিবর্তন-শীল হলেও সেগুলি পরিবর্তনের মধ্যে এক ঐক্যসূত্র থাকে। মানব সম্বন্ধের

[illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] সামাজিক সম্পর্ক [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] সামাজিক সম্পর্ক [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] সামাজিক [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] । [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] সামাজিক [illegible] সামাজিক সম্পর্ক [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] সামাজিক সম্পর্ক [illegible] [illegible]

চেতনা [illegible] না। [illegible] এবং [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

সম্পর্কে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

না এবং [illegible] [illegible] সম্পর্কে [illegible]

চেতনা না জানলে তাদের মধ্যে সামাজিক সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে না।

সামাজিক সম্পর্কের দুটি দিক — [illegible] [illegible] একে অপরের উপস্থিতি সম্পর্কে [illegible] [illegible] এবং [illegible] [illegible] [illegible] উদ্দেশ্যের [illegible]। [illegible] [illegible] এবং [illegible] [illegible] [illegible] এবং [illegible] বিষয়ের প্রতি [illegible] হলেও তাদের মধ্যে সামাজিক সম্পর্কের সূত্রপাত হয় না। যখন তাদের একজন অন্যজনের উপস্থিতি সম্পর্কে সচেতন হয় কেবল তখন সামাজিক সম্পর্কের সূত্রপাত হয় একজন অপরজনকে অভিবাদন জানায়।

ম্যাকাইভারের মতে, সামাজিক সম্পর্ক বা সমাজ [illegible] ভাবে এক মানসিক ব্যাপার। সামাজিক সম্পর্ক হল দুটি বা ততোধিক ব্যক্তির মধ্যে পারস্পরিক চেতনার এবং তাদের মধ্যে সম্পর্ক [illegible] আচরণগতভাবে কোন লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যের [illegible]।

4th SEM (HONS)

গিডিংস একে বলেছেন, 'সমভাব' বা 'সমচেতনা' এবং কুলে একে বলেছেন 'আমরা বোধ' বা 'আমরা চেতনা'

গিডিংসের মতে, সমাজ হল সমমনোভাবাপন্ন ব্যক্তি সমষ্টি যারা নিজেদের সম-মনোভাবাপন্ন বলে জানে এবং সকলে সমবেতভাবে কোন সাধারণ স্বার্থ সিদ্ধির জন্য কাজ করে।

সামাজিক সম্পর্ক বহু ও বিচিত্র প্রকারের। সমাজ যত বেশি জটিল হয় তার সম্পর্কের জটিলতা তত বৃদ্ধি পায়। পিতা মাতার সঙ্গে সন্তানের সম্পর্ক, ভাই বোনের সম্পর্ক পারিবারিক সামাজিক সম্পর্ক। বন্ধুর সঙ্গে বন্ধুর প্রীতিগত সামাজিক সম্পর্ক। ক্রেতার সঙ্গে দোকানের বৈষয়িক সামাজিক সম্পর্ক। এসবের প্রতিক্ষেত্রে পারস্পরিক সম্বন্ধ, সম্পর্ক চেতনা এবং ঐক্যবোধ থাকার জন্য সেসব সামাজিক সম্পর্ক।

সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে কেবল চেতনাগত মিল ও ঐক্য থাকে না, অমিল ও অনৈক্য থাকে। বন্ধুত্ব ও সহযোগিতা যেমন সামাজিক সম্পর্ক, শত্রুতা ও বিরোধিতা তেমনি সামাজিক সম্পর্ক। সামাজিক সম্পর্ককে বুঝতে গেলে মিল ও অমিল, সহযোগিতা ও বিরোধিতা প্রভৃতি বিরোধী মানসিকতার মধ্য দিয়ে বুঝতে হয়।

গিনসবার্গের মতে, সমাজ যদি কেবল মিল ও ঐক্যের উপর নির্ভরশীল হয় তাহলে সামাজিক বন্ধন অতিমাত্রায় শিথিল হয়ে পড়ে এবং সেক্ষেত্রে পারস্পরিক দেওয়া নেওয়া এবং আদান প্রদানের কোন অবকাশ থাকে না। বিরোধিতার প্রয়োজন আছে।

ব্যক্তিক দিক অধীনতা ও বিস্তার সহযোগিতা ও বিরোধিতার সম্পর্কের সমাবেশ। প্রত্যেক সম্পর্কের মধ্যে যেমন মিলন আছে, তেমনি অমিল আছে। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ভালবাসা আর বিরোধও, মালিক শ্রমিকের সম্পর্ক অর্থনৈতিক। সামাজিক সম্পর্ক গতিশীল। কেবল সহযোগিতা ও সহমর্মিতার সম্পর্ক তেমনি সমাজের পরিবর্তন ও অগ্রগতির পথ রুদ্ধ করে।

ম্যাকাইভার ও পেজের মতে, সব মানুষের মধ্যে যদি সম আচরণও সমতাবুদ্ধি থাকে তাহলে তাদের মধ্যে সামাজিক জীবন প্রসারের, সহযোগিতার সম্পর্ক বলে কিছু থাকতে পারে না। আর যদি 'সমাজ' বলে আর কিছু থাকতে পারে না। যুদ্ধকালে বিবদমান দুটি দেশের সৈন্যদের মধ্যে যে সম্পর্ক, ম্যাকাইভার ও পেজ তাকে সম্পর্ক, বলেছেন। কেননা সামাজিক সম্পর্ক লাভ অন্যপক্ষের উপস্থিতি তাদের এক সর্বদা সচেতন থাকে। সম্পর্কে বিরোধে এক লক্ষ্য সর্বদাই উভয় পক্ষ বিরোধে এক লক্ষ্য সর্বদাই তাই পরস্পরের সুযোগ সুবিধা গ্রহণ।

বিরোধিতার সম্পর্ক সামাজিক সম্পর্ক হলেও সহযোগিতা ও সহমর্মিতার সম্পর্ক হচ্ছে মুখ্য সামাজিক সম্পর্ক। সমাজের প্রগতিতে বা স্থিতিশীলতা নির্ভর ভাবে সমতাবুদ্ধি ও একাত্মবোধে। ম্যাকাইভার ও পেজ এখন সহযোগিতা ও সহমর্মিতার সম্পর্ককে মুখ্য সামাজিক সম্পর্ক ও বিরোধিতার সম্পর্ককে গৌণ সামাজিক সম্পর্ক বলেছেন। এই দুই প্রকার সম্পর্কের [illegible] হচ্ছে সমাজ।

— × —